মক্কা না গিয়ে হজ্জ-উমরাহ,
বছরে শত শতবার হজ্জ-উমরাহ করুন

আব্দুল হামীদ মাদানী, সঊদী আরব

সামর্থ্যবান মুসলিমদের উপর মক্কার কা'বাগৃহের হজ্জ জীবনে একবার ফরয।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রুকন্। হজ্জ করলে হাজী নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

"যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি বলেছেন, "হজ্জও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সর্বোত্তম কাজ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'অতঃপর কী?' তিনি বললেন, "মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" (বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?' তিনি বললেন, "কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" (বুখারী)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচরণ করে না, সে ব্যক্তি সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।" (বুখারী ১৫২১ নং, মুসলিম ১৩৫০ নং)

"এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফ্ফারাহ। আর গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত বই কিছু নয়।" (বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)

"তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে, যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত ক'রে ফেলে।" (সহীহ নাসাঈ ২৪৬৭ নং)

"যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত।" (ইবনে হিব্বান ৩৬৯৫নং, বাইহাকী ৫/২৬২, আবূ য়্যা'লা ১০৩১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৬২নং)

হজ্জের বিস্তারিত সওয়াব সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন, "পবিত্র কা'বার দিকে স্বগৃহ থেকে তোমার বের হওয়াতে তোমার সওয়ারীর প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ একটি ক'রে সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং একটি ক'রে পাপ মোচন করবেন।

আরাফায় অবস্থান কালে আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং তাদেরকে (হাজীদেরকে) নিয়ে ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। বলেন, 'আমার ঐ বান্দাগণ আলুথালু কেশে ধূলামলিন বেশে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম ক'রে আমার কাছে এসে আমার রহমতের আশা করে এবং আমার আযাবকে ভয় করে, অথচ

তারা আমাকে দেখেনি। তাহলে তারা আমাকে দেখলে কী করত? সুতরাং তোমার যদি বালির পাহাড় অথবা পৃথিবীর বয়স অথবা আকাশের বৃষ্টি পরিমাণ গোনাহ থাকে, আল্লাহ তা ধৌত ক'রে দেবেন।

পাথর মারার সওয়াব তোমার জন্য জমা থাকবে।

মাথা নেড়ার করলে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি ক'রে সওয়াব লিখা হবে।

অতঃপর কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)

এত বড় সওয়াবের কাজ যাদের পয়সা আছে, তারা করবে। কিন্তু গরীবরা কীভাবে করবে? তাদের কি কোন উপায় আছে হজ্জ-উমরার সওয়াব করার?

শরয়ী জ্ঞানহীন গরীবরা আজমীর যায় তীর্থ করতে এবং ধারণা করে, তা গরীবদের হজ্জ। অথচ সেখান থেকে তারা 'মুশরিক' হয়ে বাড়ি ফেরে!

জীবনে একবারের বেশী হজ্জ করার ক্ষমতা না থাকলে কি বারবার, শত-সহস্রবার হজ্জ-উমরাহ করার সওয়াব লাভের কোন উপায় আছে?

বছরে একটিবার হজ্জ করা যায়, কিন্তু একাধিকবার হজ্জ করার কি কোন পথ আছে?

আছে। মহান আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ, তিনি গরীবদেরও হজ্জের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। বছরে বহুবার, জীবনে শত-সহস্রবার হজ্জ-উমরাহর সওয়াব লাভের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٤) سورة الجمعة

অর্থাৎ, এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। (জুমুআহ ঃ ৪)

কিন্তু কীভাবে করবেন সে হজ্জ ও উমরাহ? কীভাবে কামাবেন শতবার তার সওয়াব?

আসুন! আমরা তাই সমীক্ষা ক'রে দেখি ঃ-

১। আপনার অর্থ থাকলে এবং মক্কা যেতে না পারলে অপরের দ্বারা হজ্জ-উমরাহ করান অথবা অপরকে হজ্জ-উমরাহ করার খরচ দিন। তাতে আপনি হজ্জ-উমরাহর সওয়াব পাবেন। (তবে শর্ত হল, যাকে হজ্জে পাঠাবেন, সে যেন নিজের ফরয হজ্জ পূর্বে আদায় ক'রে থাকে।)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ ، وَمَنْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন হাজীকে (অর্থাদি দিয়ে) প্রস্তুত ক'রে দেয় অথবা কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ-পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে) সাজিয়ে দেয়, অথবা (তার অনুপস্থিতিতে তার) ঘর ও পরিবারের দেখাশোনা (সৎভাবে) করে, সেই ব্যক্তিও তার সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে তার সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না। (নাসাঈ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ১০৭৮নং)

আপনি কম খরচেও হজ্জ-উমরাহ করাতে পারেন। উপমহাদেশ থেকে কাউকে পাঠানো জরুরী নয়। আপনার পরিচিত যদি কেউ মক্কার দেশে থাকে, তাহলে তাকে সেখানকার খরচ দিয়ে আপনার নামে হজ্জ-উমরাহ করতে অনুরোধ করুন, হজ্জ-উমরাহর সওয়াব পেয়ে যাবেন।

২। যথারীতি ইশরাক্বের নামায পড়ুন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্‌র করে, তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয়; বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। (তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)

বলা বাহুল্য, কোন মুসলিম যদি প্রতিদিন নাও পারে, সপ্তাহে দু'দিন উক্ত আমল করে, তাহলে অনায়াসে প্রতি মাসে ৮টি এবং বছরে ১০৪টি হজ্জ-উমরাহর সওয়াব লাভ করতে পারে।

৩। মসজিদে ইল্‌মী মজলিসে বসুন এবং সাধ্য থাকলে লোককে দ্বীন শিক্ষা দিন, না থাকলে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حِجَّتُهُ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কিছু শেখা বা শিখানোর উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায়, সে ব্যক্তির জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ্‌ পালন করার সমপরিমাণ সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। (ত্বাবারানীর কাবীর, হাকেম ১/৯১, সহীহ তারগীব ৮১নং)

বলাই বাহুল্য যে, যদি কোন দ্বীনী শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী প্রত্যহ একটি দর্সে বসে, তাহলে অতি সহজে মাসে ৩০টি পরিপূর্ণ হজ্জের সওয়াব লাভ করে! আর সেই হিসাবে বছরে ৩৬৫টি হজ্জ! এ কি কম কথা?

৪। আপনি হয়তো হজ্জ করেছেন। কিন্তু এমন হজ্জ নিশ্চয় করেননি, যাতে আপনি মহানবী ﷺ-এর সাথী ছিলেন। অর্থাৎ, একজন সাহাবীর মতো হজ্জ নিশ্চয়ই হয়নি। এখন যদি সেই হজ্জ করতে চান, তাহলে রমযান মাসে উমরাহ করুন। তাহলে যতগুলি উমরাহ করবেন, ততগুলি সাহাবীর হজ্জের সওয়াব পাবেন!

নবী ﷺ বলেছেন, "মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৫। জামাআতে নামায পড়তে অভ্যাসী হন। তাহলে প্রত্যেক অক্তে একটি হজ্জের সওয়াব পাবেন। অর্থাৎ, মাসে ১৫০টি ও বছরে ১৮২৫টি হজ্জের সওয়াব পাবেন!

আর চাশ্‌তের নামাযও মসজিদে পড়ুন। তাহলে একটি উমরাহর সওয়াব পাবেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاةِ تَطَوُّعٍ، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে জামাআতে কোন ফরয নামায পড়ার জন্য যায়, সে ব্যক্তির তাতে হজ্জের সমান সওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে (মসজিদে) কোন নফল (চাশ্‌তের) নামায পড়ার জন্য যায়, সে ব্যক্তির তাতে পূর্ণ উমরাহর সমান সওয়াব লাভ হয়। (ত্বাবারানীর কাবীর ৭৫৭৮, সঃ জামে' ৬৫৫৬নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّينَ.

"যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহ থেকে ওযু ক'রে (মসজিদের দিকে) বের হয়, সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাহকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে, তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আহমাদ ৫/২৬৮, বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, আবু দাউদ ৫৫৮, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

৬। আপনি যদি মদীনার আশেপাশে কোন বসতির বাসিন্দা হন অথবা মদীনার পথ বেয়ে অতিক্রম করেন, তাহলে কুবার মসজিদে গিয়ে নামায পড়ুন। কারণ তাতে রয়েছে একটি উমরাহ করার সওয়াব।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে ওযূ করে) বের হয়ে এই মসজিদে (কুবায়) উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়। *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

মক্কা থেকে ঘুরে এসে লোকের মুখে 'হাজী সাহেব' নাম নাই বা শুনলেন, হজ্জের সওয়াব কামিয়ে নিন। চিরস্থায়ী জীবনে চিরসুখ লাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে সঠিক ঈমান ও তাওহীদের সাথে শত শতবার হজ্জ-উমরাহ ক'রে নিন। সুদূর মক্কায় গিয়ে হজ্জ-উমরাহ করার মতো শক্তি-সামর্থ্য ও সম্বল না থাকলেও যাতে শক্তি-সামর্থ্য ও সম্বল আছে, তা ক'রে সেই আশা মিটিয়ে নিন।

অবৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন ক'রে হজ্জ-উমরাহ করলে, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। বৈধ উপায়ে হজ্জ-উমরাহ করার মতো অর্থ সঞ্চয় না হলে আপনি উল্লিখিত আমলসমূহ ক'রে জীবনে শত-সহস্র হজ্জ-উমরাহ করুন।

পরিশেষে বলি যে, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ফরয এবং তা বড় সওয়াবের কাজ। কিন্তু তাদের মুখের দিকে করুণার দৃষ্টিতে একবার তাকালে একটি কবুল হজ্জের সওয়াব হওয়ার হাদীস সহীহ নয়।

যেমন কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ব্যতিরেকে অমুক জায়গা যিয়ারত করলে বা অমুক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলে হজ্জ বা উমরার সওয়াব হয় ধারণা করা কল্পণাপ্রসূত বিদআত।

আল্লাহ আপনার ও আমাদের নিকট থেকে নেক আমলসমূহ কবূল ক'রে নিন এবং বিদআত থেকে দূরে রাখুন। আমীন।